দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... JAN. 3 1999
পৃষ্ঠা ... ১৬ ... কলাম ... ৬ ...

৫৭

খুলনা মেডিক্যাল কলেজে লেখাপড়া ব্যাহত ॥ বই ও শিক্ষকের অভাব

অমল সাহা, *খুলনা অফিস*

বিশেষজ্ঞ শিক্ষক, শ্রেণীকক্ষ ও প্রয়োজনীয় রেফারেন্স বই-এর অভাবে খুলনা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। অপরদিকে অর্থাভাবে কলেজের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড মুখথুবড়ে পড়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ১৯৯১-৯২ শিক্ষাবর্ষ থেকে খুলনা মহানগরীর বয়রাস্থ ২শ' ৫০ শয্যার হাসপাতাল (বর্তমানে ৫শ' শয্যায় উন্নীত)-এ খুলনা মেডিক্যাল কলেজের কার্যক্রম শুরু হয়। শুরুতে ৫০ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে হাসপাতালের জরুরী বিভাগ ও তৎসংলগ্ন ওয়ার্ডে কলেজের শিক্ষাদান পরিসর গঠন করা হয়।

হাসপাতালের একটি পরিত্যক্ত ঘর সংস্কার করে সেখানে কোন মতে এনাটমি বিভাগ চালু করা হয়। অপর একটি ঘর সংস্কার করে চালু করা অধ্যক্ষের কার্যালয়। একজন কিউরেটর ও ৫ জন প্রভাষক নিয়ে এনাটমি বিভাগ, তিন প্রভাষক নিয়ে ফিজিওলজি বিভাগ, দুই প্রভাষক নিয়ে বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগ এবং এক সহকারী অধ্যাপক দিয়ে কমিউনিটি মেডিসিন বিভাগের শিক্ষাদান কার্যক্রম চালু করা হয়।

বর্তমানে খুলনা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা প্রায় সাড়ে ৩শ'। শিক্ষক হিসাবে কর্মরত আছেন অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ৭, সহকারী অধ্যাপক ২৫ ও প্রভাষক ২৬ জন। এনাটমি, ফিজিওলজি, মেডিসিন, সার্জারি ও গাইনি বিভাগে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নেই। অন্যান্য বিভাগে প্রভাষক থাকলেও অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপকের অভাব রয়েছে। বিশেষজ্ঞ শিক্ষক না থাকায় ছাত্রছাত্রীরা উপযুক্ত শিক্ষালাভে বঞ্চিত হচ্ছে। তাছাড়া শ্রেণীকক্ষ ও রেফারেন্স বইয়ের অভাবে তাদের লেখাপড়াও ব্যাহত হচ্ছে।

সূত্র জানায়, খুলনা মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হওয়ার পর ছাত্রছাত্রীদের আবাসিক সঙ্কট ছিল প্রকট। বর্তমানে সে সমস্যার কিছুটা সমাধান হলেও একাডেমিক ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়নি। ৮০ থেকে ৮৫ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর অর্থাভাবে বন্ধ হয়ে আছে। টাকার অভাবে অন্যান্য উন্নয়ন কর্মকাণ্ডও মুখথুবড়ে পড়েছে। একাডেমিক ভবনের কাজ সম্পন্ন না হওয়ায় হাসপাতালের সেই পুরনো ওয়ার্ডে ছাত্রছাত্রীরা গাদাগাদি করে ক্লাস করছে। কলেজের অভ্যন্তরে সড়কগুলোর অবস্থাও খুবই খারাপ। বৃষ্টি হলেই কাদাপানিতে একাকার হয়ে যায়। চলাফেরা তখন দুষ্কর হয়ে পড়ে। বাউণ্ডারি ওয়াল না থাকায় কলেজ ও হাসপাতাল প্রাঙ্গণে অবাধে গরু-ছাগল পদচারণ করছে।